প্রথম আলো

তারিখ ২৫/৬/২০১০
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল সুজন আয়োজিত 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ' শীর্ষক গোলটেবিলে বক্তারা ● প্রথম আলো

সুজনের গোলটেবিলে বক্তারা

লেজুড়বৃত্তির ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির অবসান জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

লেজুড়বৃত্তির অপছাত্ররাজনীতি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করছে। লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি শিক্ষকরাজনীতিকেও জন্ম দিয়েছে। যোগ্যতার পরিবর্তে নীল-সাদা দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদে আসীন হওয়ার প্রধান মাপকাঠি।

গতকাল বৃহস্পতিবার 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। তাঁরা চলমান ছাত্ররাজনীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ নয়, পরিবর্তন দরকার। এ জন্য দরকার মূল্যবোধের পরিবর্তন। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) জাতীয় প্রেসক্লাবে এই গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে।

আলোচনায় সুজনের সভাপতি মোজাফ্ফর আহমদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি ছাত্র ভর্তি করায় শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এভাবে তাঁদের এনে মানবেতরভাবে থাকতে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। প্রয়োজনে ঢাকার বাইরেও বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাস হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও খোঁজার হওয়ার আহ্বান জানান।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) চেয়ারম্যান এম হাফিজউদ্দিন খান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই উল্লেখ করে বলেন, 'এ জন্য শুধু ছাত্ররা নয়, আমাদের কলুষিত রাজনীতি ও নেতৃবৃন্দ দায়ী।'

কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ যদি সুষ্ঠু রাখা না যায়, তাহলে সরকার কোনো ক্ষেত্রেই সফল হতে পারবে না।

এখনকার ছাত্ররাজনীতিকে 'অপছাত্ররাজনীতি' আখ্যা দিয়ে ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি মাহমুদা খানম বলেন, 'এখন ভালো ছাত্ররা রাজনীতিতে আসছে না।'

ঢাকা কলেজ ছাত্রসংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এনায় আহমেদ চৌধুরী বলেন, ছাত্ররাজনীতি অসহনীয় অবস্থায় চলে গেছে। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সহযোগিতা দেওয়ার আহ্বান জানান।

ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি মাহমুদুর রহমান ভাকসুসহ সব ছাত্রসংসদ চালু করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মূল প্রবন্ধে সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, এখন ছাত্ররাজনীতি চরমভাবে দুর্গন্ধগ্রস্ত। তিনি এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির অবসানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অন্যান্যের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল লতিফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাদেকা হালিম, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ উজ্জ্বল, ছাত্রলীগের (জাসদ) সভাপতি যোসেন আহমেদ তাপসীর, ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি বাপ্পাদিত্য বসু প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।